VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

Topic- বক্রোক্তিবাদ
Paper- PG-BNG-CC-4-14-TH
MODULE-1
SEMESTER- 4
NAME OF THE TEACHER- PROF. SUBRATA SAMANTA
NAME OF THE DEPARTMENT- BENGALI

সংস্কৃত ও বাংলা অলংকার গ্রন্থে আমরা বক্রোক্তি কে জানি শব্দালঙ্কার বলে। কোন কথার যে অর্থ বক্তা বলতে চাইছেন শ্রোতা যদি সেই অর্থ না ধরে অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করেন তবে বক্রোক্তি অলংকার হয়।

এই বক্রোক্তি কে শব্দালঙ্কারের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ব্যাপক অর্থে কাব্য বিচারের বিশালতার মধ্যে নিয়ে এলেন আচার্য কুন্তক। তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বক্রোক্তি জীবিত'-এ জানালেন যে বক্রোক্তি হলো কাব্যের জীবিত বা প্রাণ। সাধারণ অর্থে বক্রোক্তি বলতে বোঝা হয় উক্তি বা কথা। কিন্তু ভামহ এই অর্থে বক্রোক্তি কে গ্রহণ করেনি তিনি শব্দার্থের সাহিত্য বা মিলনকে যে কাব্য বলে, সেই মিলন হবে বক্র। বক্র শব্দের অর্থ তিনি বলেছেন যে কানে শুনে শব্দার্থে যা বোঝা যায় তার থেকে আরো কিছু বোঝানোই হলো বক্রতা। তাঁর মতে বক্রোক্তি ছাড়া অর্থালংকার হয় না। আচার্য কুন্তক এই বক্রোক্তি কেই গ্রহণ করে শব্দ ও অর্থের সম্মিলনে সাহিত্য ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করলেন।

তাঁর প্রদত্ত বক্রোক্তির ব্যাখ্যা ব্যাপক ও গভীর। তিনি বললেন শব্দ ও অর্থের মিলনে যে সাহিত্য তার শব্দ ও অর্থ দুই-ই অলংকৃত হওয়ার যোগ্য, তাই তারা অলংকার্য। বক্রোক্তি হলো তাদের অলংকার। এই বক্রোক্তির অর্থ হলো "বৈদগ্ধভঙ্গি ভণিতি।" যার সহজ অর্থ হল "রসকোচিত ভঙ্গিতে উক্তিবৈচিত্র।" কুন্তক বক্রোক্তি শব্দটির নতুন অর্থ প্রদান করলেন এবং প্রচলিত অলংকারের ক্ষেত্রে শুধু সেই অর্থকে সীমিত রাখলেন না, কাব্য বিচারের অন্যান্য সূত্র বক্রোক্তির অন্তর্গত হলো।

কুন্তক ভামহের আলোচনা থেকে নিজস্ব চিন্তার সূত্র পেয়েছিলেন কিন্তু তা সত্বেও তাঁর চিন্তার আশ্চর্য স্বচ্ছতা এবং মৌলিকতা কথা স্মরণ রাখতে হয়। তিনি জানালেন যে শব্দার্থের মিলিত রূপ সাহিত্য হলেও যতক্ষণ না তা অলৌকিক আনন্দের আতিশয্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে ততক্ষণ সে সাহিত্যকে কাব্য বলা যাবে না। কাব্য ও সাহিত্যকে সমার্থক ধরে নিয়ে তিনি সাহিত্যের সংজ্ঞায় বলেছেন

"শব্দার্থৌ সহিতো বক্রোকবিব্যাপারশালিনী।
রন্ধ্রে ব্যবস্থিতৌ শ কাব্যং তদ্বিধহ্লাদকারিনি।।"

অর্থাৎ মিলিত শব্দার্থ কাব্য রসিকদের আহ্লাদজনক বক্রতাময় কবি ব্যাপারপূর্ণ রচনায় বিন্যস্ত হলেই কাব্য হয়ে থাকে। তাঁর আরো একটি কথা, রসিকজনের 'অদ্ভুতামোদচমৎকার' বিধানের জন্য কাব্য বা সাহিত্য রচনা।
সাহিত্যের মধ্যে শব্দ ও অর্থের অবস্থান হবে সাম্য-সুভগ।অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মিলনের মধ্যে একটি বিশেষত্ব থাকবে। কাব্যের অন্তর্গত শব্দকে বাচক ও অর্থকে বলা যেতে পারে বাচ্য। সুতরাং বাচক ও বাচ্য এমনভাবে মিলিত হবে যাতে কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় না হয়। বাচক ও বাচ্য মিলিত হয়ে কাব্য সৃষ্টি করে। অর্থ সম্পর্কেও কুন্তকের বক্তব্য আরও গভীর। তাঁর মতে যে কোনো প্রতিভাবান কবি যখন পরিচিত বাস্তব জগতের কোনো বস্তুকে তাঁর কাব্য রচনার জন্য গ্রহণ করেন তখন তাঁর অন্তরের ভাবলোকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবির এই আলোড়িত ভাব বাইরের বস্তু নয়। বাইরের জগতের বস্তু স্বভাব তখন ঢাকা পড়ে গিয়ে একটি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। বাইরের বস্তু কবির অন্তরের অনুভবে হয়ে ওঠে ভাবময়।

কবি তখন এমন শব্দ নির্বাচন করেন যার সঙ্গে ভাবময় বস্তুর সঙ্গতি থাকে। এইভাবে শব্দার্থের মধ্যে কবির আলোড়িত ভাব ধরা দেয় তা আর লৌকিক জগতের থাকেনা। তাই বলা যায় পারস্পরিক কবি ব্যক্তিত্বের কবি আত্মার ভাষণ হল কাব্য।এখানে হয়েছে অদ্বিতীয় শব্দ ও অর্থের অতুলনীয় মিলন। শব্দ ও অর্থের এই বিশেষ ধরনের মিলন যা কোন কাব্য কলার শৈল্পিক ধর্ম রূপে দেখা দেয় তাকেই প্রসারিত অর্থে কুন্তক বলেছেন বক্রতা। দেহের মধ্যে প্রাণ বর্তমান থেকেও যেমন দেহকে ছাড়িয়ে তা মানুষের সকল আশা ও স্বপ্নকে অর্থ দান করে তেমনই কবিজনোচিত ও সৌন্দর্যবোধ বিষয়ক এই ধর্ম একটি রচনা কে এমন ভাবময় উৎকর্ষ দান করে, এমন একটি জীবন দান করে যা শব্দ ও অর্থের অতীত। কুন্তকের বক্রতা হল এই ধর্ম। কুন্তক কবি প্রতিভা কে এই কাব্যের বিষয়ে চূড়ান্ত বলে দাবি করেছেন। কারণ বক্রোক্তি কবি প্রতিভা, কবি-কৌশল বা কবি কল্পনার উপরে নির্ভরশীল এরই নাম কবি ব্যাপার বা কবি কর্ম।

কুন্তক বক্রোক্তি কে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন

- বক্র বিন্যাস বক্রতা
- পদ পূর্বার্ধ বক্রতা
- প্রত্যয় বক্রতা
- বাক্য বৈচিত্র বা বস্তু বক্রতা
- প্রকরণ বক্রতা
- প্রবন্ধ বক্রতা

বক্র বিন্যাস বক্রতার অন্তর্গত অনুপ্রাস,বৃত্তি ও যমক অলংকার। পদ পূর্বার্ধ বক্রতা ও প্রত্যয় বক্রতার অন্তর্গত সুবন্ত ও তিঙন্ত শব্দগুলি। বাক্য বক্রতার অন্তর্গত হল সমস্ত অলংকার, মার্গ, গুণ ও রস। প্রকরণ বক্রতার অন্তর্গত বক্রতা যুক্ত কথোপকথন,সৌন্দর্য বর্ণনা ইত্যাদি। তিনি পাঁচটি বক্রোক্তির ফলশ্রুতি কে বলেছেন প্রবন্ধ বক্রতা।